[redacted]

[redacted]

গাংনীতে ১০টি ইটভাটায় ৬০ লাখ টাকা জরিমানা

কাঠপোড়ানো ও পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র না থাকায় মেহেরপুরের গাংনীতে পৃথক ১০টি ইট ভাটায় অভিযান চালিয়ে ৬০ লাখ টাকা জরিমানা আদায় করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। মঙ্গলবার দিনভর এ অভিযান চালায় পরিবেশ অধিদপ্তরের ভ্র্যাম্যমাণ আদালতের একটি বিশেষ টিম।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সুত্রে জানা গেছে, অধিকাংশ ইট ভাটায় পোড়ানো হচ্ছে কাঠ, নেই পরিবেশ অধিদপ্ততরের ছাড়পত্র। তাছাড়া জনবহুল এলাকায় ইটভাটা প্রস্তুত ও আবাদী জমিতে ইটভাটা স্থাপনের কারণে অভিযান চালানো হয়। জরিমানা করার পাশাপাশি ইটভাটার গুলোর বেশ কিছু অংশ এক্স-কাভেটর মেশিন দিয়ে ভেঙে দেওয়া হয়।

এ অভিযানে পুরাতন মটমুড়া নামক স্থানে তমা ব্রিক্স এর মালিক তোফাজ্জেল হোসেনকে ৭ লাখ টাকা, এমভি জোয়ার্দ্দার ব্রিক্সের মালিক আরাফুল ইসলামকে ৬ লাখ টাকা, শুকুরকান্দির সমতা ব্রিক্সের মালিক মনিরুজ্জমান ৮ লাখ টাকা, রুপসা ব্রিক্সের মালিক আনোয়ার পারভেজকে ৭ লাখ, থ্রী স্টার ব্রিক্সের মালিক জালাল উদ্দিনকে ৪ লাখ, বস ব্রিক্সের মালিক মহম্মদপুরের সবুজকে ৪ লাখ, বেস্ট ব্রিক্স এর মালিক রফিকুল ইসলামকে ৫ লাখ, এবং একতা ব্রিক্স এর মালিক মটমুড়া গ্রামের খবিরুদ্দীনকে ৬ লাখ, এবং ভিশন ব্রিক্সের মালিক সেলিম উদ্দিনকে ৭ লাখ টাকা,জনতা-আবুল হাশেমকে-৬ লাখ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

আদালত পরিচালনা করেন ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট আবু হাসান। এসময় পরিবেশ অধিদপ্তরের কুষ্টিয়া জোনের উপ-পরিচালক আতাউর রহমান, র্যাব-৬ এর ডিএডি শফিকুল ইসলাম, ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন মাস্টার ইসাহাক আলীসহ পুলিশের একটি টিম উপস্থিত ছিলেন।

নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আবু হাসান জানান, অধিকাংশ ইট ভাটায় পোড়ানো হচ্ছে কাঠ, নেই পরিবেশ অধিদপ্ততরের ছাড়পত্রও। এসকল কারণে ইটভাটায় ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে জরিমানা আদায়সহ ইটভাটা ভেঙে দেওয়া হয়েছে। ইট প্রস্তুত ইটভাটা স্থাপন আইন ২০১৩ সংশোধিত ২০১৯ অনুযায়ি এ জরিমানা করা হয়। অবৈধ ইটভাটর বিরুদ্ধে

আমাদের অভিযান চলমান থাকবে বলে জানান তিনি।
প্রসঙ্গত, গত বছরের ৯ ডিসেম্বর মেহেরপুর প্রতিদিনে ‘ইটভাটায় পুড়ছে কাঠ’ শিরোনামে সংবাদ প্রকাশ হয়।

জন্মনিবন্ধন করতে গিয়ে ইউনিয়ন পরিষদে ধর্ষণের শিকার নারী

জামালপুরের বকশীগঞ্জ উপজেলায় জন্মনিবন্ধন করে দেওয়ার কথা বলে এক নারী পোশাক শ্রমিককে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় নাজমুল হক বাবু (২২) নামে এক যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

ভুক্তভোগী কিশোরীর অভিযোগে সোমবার রাতে নিজ বাড়ি থেকে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে।

মঙ্গলবার সকালে আসামিকে আদালতে সোপর্দ ও ভিকটিমকে ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য জামালপুর জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

বাবু নিলাক্ষিয়া পশ্চিমপাড়া এলাকার আবুল কালামের ছেলে। সে নিলাক্ষিয়া ইউনিয়ন পরিষদের উদ্যোক্তা।

জানা যায়, শেরপুর জেলার প্রতিবেশী শ্রীবরদী উপজেলার বালুঘাটা গ্রামের এক নারী পোশাক শ্রমিক ঢাকায় পোশাক কারখানায় চাকরি করতে যান। কিন্তু জন্মনিবন্ধন না থাকায় চাকরিতে যোগদান করতে পারেননি তিনি।

গত তিন মাস আগে নিলাক্ষিয়া ইউপির উদ্যোক্তা নাজমুল হাসান বাবু ওই মেয়েকে একটি ভুয়া জন্মসনদ করে দেয়। জন্ম সনদটি ভুয়া হওয়ায় তার কোনো কাজে আসেনি। এর পর ওই পোশাক শ্রমিক বাবুর সঙ্গে মোবাইল ফোনে আবারও যোগাযোগ করে।

বাবু ওই নারীকে ঢাকা থেকে নিলাক্ষিয়ায় আসতে বলে। গত ১৩ জানুয়ারি ওই নারী ঢাকা থেকে তার নানার বাড়ি বকশীগঞ্জ উপজেলার সাজিমারা এলাকায় আসেন।

১৪ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার সকালে ইউনিয়ন পরিষদে জন্ম সনদ নিতে যান তিনি। সার্ভারের ত্রুটি আছে বলে তাকে বিকালে আসতে বলে উদ্যোক্তা বাবু।
বিকালে মোবাইল ফোনে বাবু জানায় সার্ভার এখনও ঠিক হয়নি। তাই সন্ধ্যার পর ইউনিয়ন পরিষদে আসতে হবে। সন্ধ্যার পর ইউনিয়ন পরিষদে গেলে ওই নারীকে ধর্ষণ করে নাজমুল হক বাবু। পরে স্বাক্ষর ছাড়া একটি জন্মনিবন্ধন তার হাতে ধরিয়ে দেওয়া হয়।

বিষয়টি ধামাচাপা দিতে ওই নারীকে ভয়ভীতি দেখিয়ে রাতেই বিদায় করে দেয় বাবু। বাবুর ভয়ে নিরুপায় হয়ে ওই নারী বাড়ি চলে যায়।

সোমবার বিকালে বকশীগঞ্জ থানায় অভিযোগ দেয় নির্যাতিত নারী। অভিযোগের পরই ইউপির উদ্যোক্তা নাজমুল হক বাবুকে পুলিশ গ্রেফতার করে।

ওই ঘটনায় বাবু ও ময়না নামে দুজনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে।

বকশীগঞ্জ থানার ওসি শফিকুল ইসলাম সম্রাট জানান, এ ঘটনায় নাজমুল হক বাবু নামে একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে আসামিকে আদালতে সোপর্দ ও ভিকটিমকে ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য জামালপুর জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

মেহেরপুরে প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ৮৫তম জন্মদিন পালিত

মেহেরপুরে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ৮৫তম জন্মদিন পালিত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার ১৯শে জানুয়ারী শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ৮৫তম জন্মদিন উপলক্ষে জেলা বিএনপির উদ্দ্যোগে আয়োজিত সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ অরুন।

তিনি বলেন, শহীদ জিয়ার স্বপ্ন স্বনির্ভর বাংলাদেশ বিনির্মাণ করতে হলে অবরুদ্ধ গণতন্ত্র পূনরুদ্ধারের মাধ্যমে জনগণের অধিকার ফিরিয়ে আনতে হবে।

এ সময় বক্তব্য রাখেন, জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি আব্দুর রহমান, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি অ্যাডঃ মারুফ আহমেদ বিজন, পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস সহ জেলা অংগ-সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

দামুড়হুদায় মসজিদ কমিটির সাধারণ সম্পাদকের বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাৎ এর অভিযোগ

মোক্তারপুর গ্রামের পুরাতন জামে মসজিদ কমিটির টাকা আত্মসাৎতের অভিযোগ উঠেছে সাধারণ সম্পাদক আক্কেল হুজুরের বিরুদ্ধে।

জানা গেছে, আক্কেল হুজুর দামুড়হুদা উপজেলার মোক্তারপুর গ্রামের পুরাতন জামে মসজিদ কমিটির সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করে আসছেন দীর্ঘ ১৪ বছর যাবৎ। বেশ কিছু দিন যাবৎ কমিটির আয় ব্যয়ের হিসাব প্রকাশ করতে বললে কমিটির সাধারণ সম্পাদক আক্কেল জানান, কমিটিতে মাত্র ১২ হাজার টাকা আছে।

এ সময়ে কমিটির বাকি সদস্যরা বলেন, কেন এতো কম টাকা থাকবে। সপ্তাহে মসজিদে জুম্মার দিনে মুসুল্লিদের দেওয়া দানের টাকা, মসজিদের নারিকেল গাছের ডাব বিক্রয়ের টাকাসহ বিভিন্ন মানুষের দেওয়া দানের টাকার হিসাব কেন খাতাতে উঠানো নেই।

মাঝে একবার হিসাব নিতে গিয়ে তিনি যে খাতার হিসাব দেখিয়েছেন তা তিনি মনগড়া লিখে নিয়ে এসেছিলেন তাও দু একদিনের কেনা নতুন খাতা। বেশ কিছু হিসাব ঐ খাতাতে লেখা ছিলো না। মসজিদের আগের হিসাবের খাতাটি দেখাতে বললেও তিনি দেখাতে পারেন নি।

এরই মধ্যে কমিটির সাধারণ সম্পাদক আক্কেল হুজুর উপস্থিত সকলকে

বলেন, আমি মনে করে দেখি এমন কোন হিসাব আছে কি যা হিসাবের খাতায় তোলা নেই। পরবর্তীতে ১২/০১/২০২০ তারিখে কমিটির সকল সদস্যসহ স্থানীয় মুরুব্বিদের উপস্থিতে টাকা আত্মসাৎ কৃত কমিটির সাধারণ সম্পাদক আক্কেল হুজুর জানান, সেদিনের হিসাব একটু ভুল ছিল কমিটিতে মোট ৪০ হাজার টাকা অবশিষ্ট রয়েছে।

এ সময় উপস্থিত সকলে জানান, কমিটিতে প্রায় ১৪ লক্ষ টাকা থাকার কথা, উপস্থিতের মাঝে অনেকেই সে সময় বলেন, আমি তো এ বছরে নিজেই টাকা দান করেছি প্রায় ৪০ হাজারের মতো। যেহেতু দানের টাকয় মসজিদের বিল্ডিংয়ের কাজ করা হয় নি সেহেতু ১৪ বছরের উত্তলন করা সব টাকায় থাকার কথা। মসজিদের বিল্ডিংয়ের সকল কাজ ভুট্টা ও পাটের সময় গ্রামবাসীর দানকৃত টাকা দিয়েই হয়ে থাকেন।

স্থানীয় সচেতন মহল বলছেন, আক্কেল হুজুর আমাদের এ মসজিদে দীর্ঘ ১৪ বছর একটানা কমিটির সাধারণ সম্পাদকের দ্বায়িত্ব পালন করে আসছিলো। তিনি দ্বায়িত্বে থাকা কালে মুরসুল্লিদের দেওয়া টাকা, মসজিদের গাছের ডাব বিক্রির টাকাসহ বিভিন্ন দানের টাকা তিনি আত্মসাৎ করে আসছিলেন। টাকার হিসাবের গড়মিলের সমাধানের জন্য বার বার সমাধানের চেষ্টা করা হলেও সমাধানে না আসায় ঝুঁলে ছিল।

বিষয়টি গ্রামে জানাজানির এক পর্যায়ে কমিটিসহ মুসুল্লিদের চাপাচাপির ফলে আক্কেল জানান সকল খরচের পরে ১২ হাজর টাকা অবশিষ্ট রয়েছেন।

এ বিষয়ে কমিটির সদস্যরা বলেন, কমিটিতে টাকা থাকার কথা প্রায় ৪ লাখের মতো। পরে তিনি থাতা পত্র ঘাটাঘাটি করে বলেন না হিসাবে ভুল ছিল কমিটিতে ৪০ হাজার টাকা আছে।

এবিষয়ে কমিটির সহ-সভাপতি মিসকাত আলী মাস্টার বলেন, আমি গত কয়েক মাস ধরে মসজিদ কমিটির সহ- সভাপতি হিসেবে দ্বায়িত্ব পালন করছি। কমিটির সকল সদস্যসহ গ্রামবাসী মসজিদের হিসাব নিতে গেলে হিসাবে বড় আকারের ক্রুটি পরিলক্ষিত হয়। আমি কমিটিতে আসার পর রেজুলেশনসহ আয় ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণের জন্য বলি এবং আগের হিসাব দেখাতে বলি। কমিটির সাধারণ সম্পাদক আক্কেল তা দেখাতে পারেন নি।

পরে তিনি ১২ তারিখের মিটিংয়ে সঠিক হিসাব না দিতে পারলে উপস্থিত সকলকে বলেন, আমাকে একটা ব্যবস্থা করে দেন।

এ সময় উপস্থিত সকলের সিদ্ধান্তে আক্কেলকে ৫ লক্ষ টাকা মসজিদ

কমিটির হিসাবে দিতে বললে তিনি তাতে রাজি না হওয়ায় ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা দেওয়ার রাজি হন। তবে তিনি টাকা পরিষদ না করে আত্মগোপনে রয়েছেন।

আমাদের গত তিন সপ্তাহে মসজিদ থেকে ১৯ হাজার টাকা আয় হয়, সেহেতু দীর্ঘ ১৪ বছরে কম করে হলেও তিনি প্রায় ২৫ লক্ষ টাকার মতো টাকা আত্মসাৎ করেছেন বলে মনে করছি।

এ বিষয়ে মোক্তারপুর গ্রামের নজরুল মাস্টার, আঃ রাজ্জাক, সাবেক মেম্বর আক্কাচ আলী, জাফিরুল মাস্টার, আনছার মোল্লা, আওয়াল, আমির ফন্দি, লুৎফর মাস্টার, সাইদুর রহমান(টোকন), হাফিজুর, সামাদসহ গ্রামবাসীরা কমিটির সহ-সভাপতি মিসকাত মাস্টারের সাথে একমত হয়ে জানান, আল্লাহর ঘরের দানের টাকা নিয়ে আক্কেল হুজুরের এধরণের আচরণ খুবই দুঃখ জনক।

এটা মেনে নেওয়া একজন মুমিনের পক্ষে কষ্টকর। শুনলাম আক্কেল হুজুর নাকি গ্রামে মেম্বারের ভোট করবেন, তিনার মতো মানুষ জনপ্রতিনিধি হলে জনসাধারণ সেবার পরিবর্তে হয়রানির স্বীকার হবেন।

দামুড়হুদায় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানদের কম্পিউটার প্রদান

দামুড়হুদা উপজেলার ৮ টি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানদের এলজি এসপির অর্থায়নে আটটি কম্পিউটার প্রদান করেছেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলী মুনছুর বাবু ।

গতকাল সোমবার বেলা ১২ টার দিকে উপজেলা পরিষদের সভা কক্ষে এই কম্পিউটার বিতরণ করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দিলারা রহমান।

জানা যায়, দামুড়হুদা উপজেলার ৮ টি ইউনিয়নে কাজের গতি বাড়ানোর

লক্ষ্যে এলজি এসপির অর্থায়নে কম্পিউটার দেওয়া হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান শরিফুল আলম মিল্টন, পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান এস এম জাকারিয়া আলম, হাউলী ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান নিজাম উদ্দিন, কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান খলিলুর রহমান ভুট্টু, কুড়ালগাছি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান শাহ এনামুল হক ইনু, জুড়ানপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সোহরাব হোসেন, নতিপোতা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ইয়ামিন ও নাটুদহ ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সফিকুল ইসলাম।

আলমডাঙ্গায় মেয়র প্রার্থীর বিনিময়

আলমডাঙ্গা পৌর নির্বাচনে নৌকার মেয়র প্রার্থী উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আলহাজ্ব হাসান কাদির গনু মত বিনিময় সভা করেছেন। তিনি গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় পৌর এলাকার ২ নং ওয়ার্ডে এ মতবিনিময় সভা করেন।

মত বিনিময় সভায় হাসান কাদির গনু বলেন, জননেত্রী শেখ হাসিনা আমাকে নৌকা প্রতীক দিয়েছে। এই নৌকা আমার একার না এটা আপনার আমার মার্কা, ছেলুন ভাইয়ের মার্কা।

বেশ কয়েকটি রাস্তার কাজ সম্পন্ন করেছি। আরো ৩৩ টা কাজ চলমান রয়েছে। এসব উন্নয়ন অব্যাহত রাখতে নৌকা মার্কায় ভোট দিন। তিনি বলেন, আমাদের অভিভাবক জেলার বর্ষিয়ান নেতা জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুন ভাইয়ের নেতৃত্বে আগামীতে সকল উন্নয়ন মূলক কাজ করা হবে।
তাই দলের সকল স্তরের নেতা কর্মীরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে নৌকা মার্কার বিজয় নিশ্চিত করতে হবে।

২নং ওয়ার্ডের সভাপতি জাহাঙ্গীর আলমের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ইয়াকুব আলী মাস্টার, পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি দেলোয়ার হোসেন,

উপজেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সম্পাদক কাজী রবিউল হক, উপজেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি হামিদুল ইসলাম, পৌর আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সম্পাদক সাইফুর রহমান পিন্টু, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান এ্যাডঃ সালমুন আহম্মেদ ডন।

উপজেলা আওয়ামী লীগের সাংগাঠনিক সম্পাদক কাজী খালেদুর রহমান অরুনের উপস্থাপনায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, সরকারি ছাত্রলীগের সভাপতি আশরাফুল ইসলাম, ২নং ওয়ার্ড সম্পাদক মজিবুল হক, সাংগাঠনিক সম্পাদক রেজাউল, যুগ্ম-সম্পাদক আব্দুল মজিদ, আওয়ামী লীগ নেতা ওলিউল্লাহ খান, শ্রী রতন কুমার, সিলকন জোয়ার্দার, শ্রী কৃষ্ণ, মজিদ মিয়া, আব্দুল মাজেদ ভূঁইয়া, হাসিবুল, সাফিন, উপজেলা যুবলীগের সদস্য জী চন্দন, পৌর যুবলীগের সদস্য শ্রী লক্ষন, নুর আলম, সাংগাঠনিক সম্পাদক বাপ্পি, আব্দুল্লা, বক্কর, বাদশা, কামরুল, চান্দ মিয়া, আতিয়ার মল্লিক বাবলু, সিরাজুল হক, পলাশ, শিশির, সাখাওয়াত হোসেন, সাওন আলী ও শাহিন আলী।

দামুড়হুদায় দলিত সম্প্রদায়ের মাঝে সরকারি কম্বল বিতরণ

দামুড়হুদায় দলিত সম্প্রদায়ের ৬০ জন নারী-পুরুষের মাঝে সরকারি কম্বল বিতরণ করা হয়েছে। গতকাল সোমবার দুপুর ২টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসনের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় কম্বলগুলো বিতরণ করা হয়।

দামুড়হুদা শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম মাঠে উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমানের সভাপতিত্বে কম্বল বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি থেকে উপজেলা চেয়ারম্যান আলি মুনছুর বাবু কম্বল বিতরণ করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, দামুড়হুদা উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা আশরাফ আলি, উপজেলা নির্বাহী অফিসের নাজির ওমর ফারুক, চুয়াডাঙ্গা জেলা দলিত সম্প্রদায়ের সভাপতি শোভন দাস, উপজেলা যুবলীগ নেতা হাবিবুর রহমান হাবীব, দামুড়হুদা উপজেলা দলিত সম্প্রদায়ের সাধারণ সম্পাদক মিঠুন দাস, উপজেলা নির্বাহী অফিসের অফিস সহায়ক রফিকুল ইসলাম প্রমুখ।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[